কিচিরমিচির (শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ)
দেওয়ান আবদুল বাসেত

প্রকাশক ঃ
মর্জিনা আক্তার মীরা

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ
বৃষ্টি-নদী-বৈশাখী

১ম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ইং
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
সৈয়দ এনায়েত হোসেন

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ
২য় প্রকাশ ঃ
মার্চ ২০০৬ইং

প্রকাশক ঃ
মরুপলাশ ডট কম এর পক্ষে-
ফিকরা বাসেত বৈশাখী
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ / সউদী আরব।
e-mail : marupalash@gmail.com
www.marupalash.com

এ গ্রন্থে যে ছড়াগুলো সংকলিত হয়েছে.........

আমার ছড়া / কল্পলোকের গল্প / ফুলকলি /খুকুর ছড়া লেখা / ছুটি হলে /প্রজাপতি / ভোমর / উপদেশ / স্মৃতি / বাজলো কি ঘন্টা / ফুলপরী /চেরাগ আলী / খেয়াল / আর কতকাল / টুনটুনি / আমরা নতুন / ধাঁধা / চলরে ফিরে / ইয়াসির আরাফাত /ইয়াসমিন আও গোলাপ / প্রিন্সেস জালয়ী / আহ্বান / কেউ কি জানতো

উৎসর্গ...

ফুলের মতো আমার তিন তনয়া বৃষ্টি নদী বৈশাখীর মতো যে সকল সবুজ সবুজ অবুজ শিশুরা প্রবাসে বেড়ে ওঠছে, যারা জানে না বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস, জানে না বাংলাদেশটি কেমন; ঠিক তাদের হাতেই দিলাম.....

আমার ছড়া

আমার ছড়া শুনবে বলে
লাফিয়ে আসে তিনটি ব্যাঙ
ছড়ার তালে তাকধিনাধিন
নাচছে মেলে দুটি ঠ্যাং।

টিক্‌টিকি আর আরশোলা
ভীড়ের ঠেলায় সবাই চিৎ
কোত্থেকে ঐ দাদু এসে
কাল মলে দেয় আচম্বিৎ।

কল্পলোকের গল্প

কল্পলোকের
গল্প শোনো
এক যে ছিল রাজা,

কথায় কথায়
পাইক পেয়াদায়
দিতেন তিনি সাজা।

সবার কাঁধে
মহা স্বাধে
বসে খেতেন চম্‌চম,

প্রজা পেয়াদায়
ধরলো রাজায়
কাঁঠাল পাকায় একদম।

পিটন খেয়ে
বলতে গিয়ে
রাজা বলেন সত্যি-

মিলের কাছে
সবই মিছে
হার মানে সব দত্যি।

ফুলকলি

ফুলকলি ও ফুলকলি
দেখনা চেয়ে চোখ খুলি
আকাশ ভরা রঙ জমেছে
আঁধার কালো সব কমেছে
হাসছে রবি লাল তুলি
ফুল কলি ও ফুল কলি।

খুকুর ছড়া লেখা

জাগলো রাতে খুকুর মন
লিখবে ছড়া তাদের নিয়ে
মারছে যারা মজুরজন।

ঘুমিয়ে গ্যাছে আপনজন
কনকনে এই শীতের রাতে
বইছে বাসাস শন্ শন।

চালে আবার কিসের রণ
বিষ্টি এলে শুরু হলো
টিনের চালে ঝনঝন।

এই যে মশা কুলক্ষণ
লেপ মুড়িয়ে বসলে খুকু
করছে মশা ভন্ভন।

ভাবছে বসে কিছুক্ষণ
ধুত্তুরি যা লিখবো কি ছাই
ধরছে মাথা টন্ টন।

ছুটি হলে

ছুটি হলে
ঝিলের জলে
চলনা সাজি
জলপরী।

বিহান হলে
ফুলের দলে
আয়না সাজি
ফুলপরী।

আয়না সাথী
চুল খুলি
মালায় গাঁথি
ফুল গুলি।

তাইনা দেখে
উঠবে ডেকে
শাজনা শাখে
বুলবুলি।

প্রজাপতি

পাখায় পাখায়
রঙ জড়িয়ে
ডালায় ডালায়
ছঙ ছড়িয়ে

উড়ে উড়ে
বিশ্ব ঘুরে
সকল কুলের
সকল ফুলের
এই সে পতি
অধিপতি
প্রজাপতি
প্রজাপতি।

ভোমর

ভোমর কুলে
ফুলে ফুলে
গায় যে দুলে
গুঞ্জরি।

সোহাগ পেলে
হাসি খেলে
পাপড়ি মেলে
মঞ্জরি।

উপদেশ

মা বলে ও রাবিয়া
কথায় কথায় রাগবিনা,
নাইবা থাকে নিজের কিছু
পরের কাছে মাগবিনা।

যাইবা করিস যাইবা পড়িস্
রাতে বেশী জাগবিনা,
কাজটা নিজের নিজেই করিস
কাউকে তাতে ডাকবিনা।

স্মৃতি

গুণে মানে ভরা ছিলো
সেই গুণ-রাজ-দী
রেল পথ পুবে গেছে
তার এক পাশ দি-

আর একপাশ দিয়া
বহে ডাকাতিয়া
এই নিয়ে পাঠশালা
সুখে নাচে হিয়া।

সেই কবে 'আনু' বোন
হাতে টেনে নিয়ে
দুআনার ভর্ত্তিতে
শ্রেণী ঘরে দিয়ে।

চলে গেলো তাই মন
করে দুরু দুরু
বর্ণের শেখাটা
সেই থেকে শুরু।

আমতলা পড়েছি যে
কত গুণ নামতা
পকেটে চনা আর
টক্ ঝাল আমতা।

খেয়েছি ও সাথীদের
নিয়ে কত গেয়েছি
ছুটি হলে নদী জলে
ছুটে গিয়ে নেয়েছি।

ইস্কুল ঘরে ছিলো
যত জন মাষ্টার
প্রাণপণে খেটে-খুটে
বহু দিলো দেশটার।

সেই কবে শেষ হলো
পাঠশালে পাঠ যে
সেই দিকে মন নদী
দেয় আজ ছুট্ যে।

মনে আরো দেয় খোঁচা
নদী কনে চাঁদপুর
শৈশবে যৌবনে
যেথা স্মৃতি ভরপুর।

ফুলপরী

জুঁইয়ের ডালে
সুর ছড়ালে
গানের পাখি
বুলবুলি,
তাইনা শুনে
ফুল পরীরা
নাচছে দেখো
চুল খুলি।

বাজলো কি ঘন্টা

কান পেতে শোন ওরে
বাজলো কি ঘন্টা
শ্রেণী ঘরে উড়ু উড়ু
ছুটলো যে মনটা।

ঐ দুর আমবনে
ফেলে আসা জেদ্‌টা
কাঁচাডাঁসা আম পেড়ে
চলে যাবে মেদটা।

ঐ সেই বনমালী
যার কথা তিক্ত
আজ তার গাছগুলো
করবোরে রিক্ত।

চেরাগ আলী

সাতপাড়া জুড়ে চেনে
চেরাগআলী মোল্লা
পাঠশালা যেতে গিয়ে
পথে খেলে গোল্লা।

এচ্‌কীর বনে বনে
কানামাছি খেলছে
পড়শীর লিচু আম
দেখে চোখ মেলছে।

বলা নেই কওয়া নেই
আম নিয়ে চম্পট
রেগে মেগে গাঁওবাসী
বলে তারে লম্পট।

শ্রেণী ঘরে খাতা ভরে
কামাইয়ের জুড়ি নাই
ইস্‌কুলে হামেশাই
রৌদ্রের সাজা তাই।

পড়াতে নেই মন
মাথা করে ঝিম ঝিম
বছরের শেষ ভাগে
খাতা ভরে আসে ডিম।

শেষমেস চেরাগে
দিলো পড়া খান্ত
ভবঘুরে হলো সখে
হতে ছিরি কান্ত!!

খেয়াল

চাপলো মাথায় খেয়াল
নেকড়ে এবার নেতা হবে
ভাঙবে সকল দেয়াল।

বনবাসী যায় এগিয়ে
ঃ কি হলো ভাই হঠাৎ কেবা
দিলো তোমায় রাগিয়ে?

ঃ ওঠো সবে ঘুম থেকে
হটিয়ে দেবো এবার আমি
সিংহ রাজের ঘর থেকে।

আমি হলে বনরাজা
ক্ষুধার জ্বালা থাকবেনা আর
বুরা কামের নেই সাজা।

বন শিয়ালের দল ভারী
নেকড়ে দলে যোগ দিয়েছে
বাদবাকীরা দল ছাড়ি।
পালিয়ে গেলো গহীন বন
বুঝতে পারে নেকড়ে শিয়াল
কোনো কালেই নয় আপন।

আর কতকাল

দেখতে হবে চীন জাপান
দেখতে হবে আরব
ভুলতে হবে পুরাণ কথা
ভাঙতে হবে গরব।

পড়তে হবে শিখতে হবে
জানতে হবে বিশ্ব
আপন দোষে আলসেমিতে
আমরা সবে নিঃস্ব।

চোখটি খুলে দেখ্না চেয়ে
মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছে ধেয়ে
আমরা যে ভাই পড়ে আছি
শত বছর পিছে
আর কতকাল ঝগড়া ঝাটি
লতা পাতার নীচে?

How many years we shall

One should visit China and Japan
And also Arabia
Old tales should be forgotten
And vanity crushed

One should acquire knowledge
And know the universe
We are all ruined
For the fault of our own

Open your eyes to see
Those going to the mars

We are lagging a
Hundred years behind

How many years we shall
Quarrel beneath the trees and
Plants?
Translated by Professor Helaluddin Ahmed

টুনটুনি

ছোট্ট পাখি টুনটুনি
বেজায় চপল ডালে ডালে
গাইতে থাকে গুনগুনি।

উদাস হলো খুকুর মন
এমনি করে গাইতে তাহার
মনটা কাঁদে সারাক্ষণ।

আমরা নতুন

আমরা নতুন নতুন করে
গড়তে গিয়ে জীবন
নতুন গানের নতুন সুরে
চলবে আলাপন।

নতুন কথার ফুলঝুরিতে
সবুজ কুঁড়ি মিতা
ভোরের আলোয় রাঙবো স্বদেশ
ভুলবো পুরাণ চিতা।

ধাঁধা

রঙ ধনুতে পানি ওঠে
বলছে দাদার দাদা
এই যে পানি কোথায় জমে
ভাবছি বসে ধাঁ ধা।

আকাশ জুড়ে পানিই যদি
মেঘ হয়ে কেন্ ভাসে
ভয় কেনো পাই ভেসে চলা
মেঘের বিকট কাঁশে?

চলরে ফিরে

কইরে আমার ডাংগুটি ভাই
কইরে আমার গোল্লাছুট।
কইরে আমার ঘুড়ির নাটাই
পকেট ভরা চনা বুট?

চলরে ফিরে সবুজ বেলার
সত্য বলার নন্দনে
নতুন করে সেতু গড়ি
আপন কথার বন্ধনে।

ইয়াসমিন আর গোলাপ

(আরব দেশে অবস্থান বলে আরবী ছড়া লেখার চেষ্টা।)

আউজ আনা ইয়াসমিন
ওরাদ আল জহুর
জিব্ ওয়াহেদ হা্গগি
বাদ আল ফাজর।

হাজা ফিল হাদিকা
বেইত আল আমাম
মম্তাজ হাদিকা
অল্লাহে তামাম।

অনুবাদঃ
আমি চাই ইয়াসমিন
আর ফুল গোলাপ
আমাকে দিও এক
ফজরের বাদ।
ইহা আছে বাগানে
বাড়ির ঐ সামনে
দারুণ ঐ বাগানটি সত্যিই ভালো যে।

প্রিন্সেস জালয়ী

প্রিন্সেস জালয়ী
দাস-দাসী ফিলিপিনা
সুদানী ও মালয়ী
যায় দিন ভালোই
খেয়ে দেয়ে নাকডাকে
রাজা তার তালই।

ডোল ভরা টাকা তার
দুনিয়াটা মুঠে যার
বছরের নয় মাসই
বিদেশেই কাটে তার।

আহ্বান

আয়রে তোরা কে যাবি আয়
গাঁয়ের ছেলের দল
ডাকাতিয়ায় ‘ছান্’ করিতে
মিষ্টি শীতল জল।

কেউবা হবো কুমীর আবার
কেউবা মানব দল
এক ডুবেতে টেনে নেবো
ছিঁড়বো হাজার বল।

কেউবা গড়বো নদীর ধারে
নরোম বালির দুর্গ
এই নতুনের কছমরে ভাই
হয়না যাহার পূর্ব।

ঐ দুর্গে থাকবেরে ভাই
লক্ষ সেনা দল
ঢেউয়ের তোড়ে ভাঙবো তাহা
ভাঙবো ওদের বল।

কেউ কি জানতো

কেউ কি জানতো কখন
এই রত্তি ছেলে রাইফেল কাঁধে
যুদ্ধে যাবে তখন।

দেশটাকে যায় বাঁচাতে
পঙের মতোন ঝাপিয়ে পড়ে
মরলো বাছা শেষটাতে।

মায়ের চোখে জল
হাজার বুকের রক্তে ভেজা
হাসছে ধরাতল।

Did anybody ever know
That a little boy
Would go to the war-field
With a rifle on his shoulder
Having gone to kill enemies
And save the country
The boy himself died

At last tears are in the eyes of mother
Blood of thousands of bosoms
Make the soil smile.

Translated by: Professor Helaluddin Ahmed

ইয়াসির আরাফাত

জর্ডান নদীর তীরটি ঘেঁষে
ফিলিস্তিনের দেশ
বছর বছর যুদ্ধ করে
সব যে ওদের শেষ।

দেশ হারালো খেস হারালো
যায়না মনোবল
মায়ের তরে বুকটি কাঁদে
চোখ যে টলোমল।

দামাল ছেলে ঝাপিয়ে পড়ে
মায়ের জন্যে তাই
জগতটাকে বুঝিয়ে দিলো
আমরা মাকে চাই।

কিল্ মারা আর ঢিলমারা
যাদের হাতিয়ার
দুশমনেরা যায় দমে যায়
সাহস দেখে তার।

লাখে লাখে জোয়ান বুড়া
মরছে গুলীতে
করা কিংবা মরা তবু
পণ যে বুলিতে।

আজকে ওদের দেশটি জুড়ে
ইসরাইলী সেনা
জগত ভরে এই ঘটনা
না জানে আজ কে না?

নেতা তাদের বিশ্ব ঘুরে
গড়তে জনমত
দেশ থেকেও ভবঘুরে
হাজার মনে ক্ষত॥

সব দেশেতে চেনে তাকে
আদর-কদর সাথ্
মুকুটবিহীন রাজা সে যে
ইয়াসির আরফাত।

Yasser Arafat

The land of the Palestinians
Stand on the river Jordan
Lingering war for years
Has brought about their ruin

They lost their beloved country
And lost their relations
But mental strength is intact
Albeit tears fill their eyes

Heroic people of Palestine
Embrace martyrdom for their
Motherland, The world knows
well what they desire
With stones and bricks they fight
still the enemies are frightened
To see their courage
Their indomitable spirit

Bullets kill hundreds
of the young and the old
sill `do or die' is their slogan
They are so bold

The Israeli soldiers parade
Their beloved Motherland
This fact is known to all
News spreads throughout the world

To mould public opinion
Always moves their leader
They are exiles in their own soil
Their agony is beyond measure

The whole world knows him
Everywhere he is held in respect
A king without a crown
He is Yasser Arafat.

Translated by : Professor Helaluddin Ahmed

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য ছড়াগ্রন্থ ঃ

ভোরের শিশির
বৃষ্টিকে চিঠি
ভাল্লাগে না
পাখির রাজা ফিঙে
দেশ জনতা ছড়া
লড়াই
সময়ের ছড়া
কিচিরমিচির

e-mail: marupalash@gmail.com
www.marupalash.com

সমাপ্ত